গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
চট্টগ্রাম।

ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য গঠিত টাস্ক ফোর্স এর সভার কার্যবিবরণী।

সভার স্থান	:	খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউস, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
সভার তারিখ	:	২৭শে জুন, ১৯৯৮ ইং, শনিবার।
সময়	:	সকাল ১০:৩০ টা।
সভাপতি	:	জনাব দীপংকর তালুকদার, চেয়ারম্যান, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্ক ফোর্স।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখানো হয়েছে।

সভাপতি মহোদয় সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। বিগত ০৬-৬-৯৮ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। পরে কমিটির সদস্য সচিব বিগত সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে কারো কোন আপত্তি আছে কিনা তা জানতে চান। স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশন এর প্রতিনিধি কার্যবিবরণীর ২০ নং আলোচ্য বিষয়ের 'ক' নং সিদ্ধান্তের বিষয়ে আপত্তি তুলে বলেন যে সরকার কর্তৃক গঠিত টাস্ক ফোর্স কমিটি "টার্মস অব রেফারেন্স" মতে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু কারা সে বিষয়ে এ টাস্ক ফোর্স কমিটি সিদ্ধান্ত নিবে। সভাপতি মহোদয় এ বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা এ কমিটিই নির্ধারণ করবে মর্মে বলেন।

স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশন এর প্রতিনিধি কার্যবিবরণীর ৩নং পৃষ্ঠার ৩নং আলোচ্য বিষয়েও আপত্তি জানান। তিনি বলেন যে ১৯৯৪ সন হতে নয় ১৯৯৭ সনে ৩য় পর্যায় হতে পরবর্তী সময়ে প্রত্যাগত শরণার্থীদের রেশন পরিবহনের জন্য ১৭,২৭,৮২২/- টাকা ব্যয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

কার্যবিবরণীর ১০ নং পৃষ্ঠার বিবিধ ১ নং আলোচ্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সভায় আপত্তি উত্থাপিত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তে রাবার প্লটে অবস্থানকারীদের অন্যত্র স্থানান্তর করে শরণার্থীদের পুনর্বাসন করার বিষয়ে জানাতে হবে মর্মে না লিখে শরণার্থী নেতা প্রত্যাগত শরণার্থীদের রাবার বাগানে পুনর্বাসন করার বিষয় লিখিত প্রস্তাব দাখিল করবেন মর্মে লিখতে হবে। সবাই এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর উপরে উক্ত সংশোধনী গৃহীত হয় ও পূর্ববর্তী সভার কার্য বিবরণী অনুমোদিত হয়।

চলমান পাতা/২

সদস্য সচিব মহোদয় অদ্যকার সভার মূল আলোচ্য বিষয় অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্ট ক... বিষয়ে মতামত ও প্রস্তাব প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান ।

আলোচ্য বিষয় : অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্ট করণ ও পুর্নবাসন সম্পর্কে আলোচনা :

এ বিষয়ে সদস্য সচিব ও সভাপতি মহোদয় উন্মুক্ত আলোচনার আহবান জানান । স... উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্ট করণ ও পুর্নবাসনের বিষয়ে বক্তব্য পেশ ক... অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু কারা তা সংজ্ঞায়িত করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয় । সভাপতি মহোদ... টাস্ক ফোর্স কমিটির টার্মস অব রেফারেন্স পাঠ করে শুনান এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর সংজ্ঞায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন । স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের পরিচালক জনাব জুলফিকার জনসংহ... সমিতির নেতা জনাব সুধা সিন্ধু খীসার দেয়া প্রস্তাব পাঠ করে শুনান । তিনি বলেন যে, উক্ত প্র... মতে পার্বত্য চট্টগ্রামে (খাগড়াছড়ি, রাংগামাটি ও বান্দরবান) দীর্ঘ সময় ধরে অস্বাভাবিক ও অশা... পরিস্থিতি জনিত কারনে যে সকল উপজাতী নিজ গ্রাম, মৌজা, অঞ্চল ত্যাগ করে স্বদেশের মধ্যে অন্য... চলে গেছেন বা চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন, তারা অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে বিবেচিত হবে । গুচ্ছ গ্রামে অবস্থানকারী অ-উপজাতীয়রা এ সংজ্ঞার আওতায় পড়েন কিনা সে বিষয়ে তিনি সভার দৃষ্টি আকর্ষন করেন । জনাব সুধা সিন্ধু খীসা শান্তি চুক্তির সূত্র ধরে বলেন যে অ-উপজাতীয়রা উদ্বাস্তু হিসেবে বিবেচিত হবে বলে মনে হয় না কারন শান্তি চুক্তিতে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু বলতে উপজাতীয়দে... বুঝানো হয়েছে ।

সদস্য-সচিব বলেন, যে কোন কাজের স্পিরিটকে বিবেচনা করে তার গুরুত্ব আরোপ করা সমীচীন । অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য তিনি সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে... স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের প্রতিনিধি বলেন যে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর বিষয়টি উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকলে ও অ-উপজাতীয়দের বিষয়টি ভিন্নভাবে সমাধা করা যায় । অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সম্পর্কিত প্রস্তাবিত সংজ্ঞা ও আলোচনার প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান মহোদয় নীতিগতভাবে একমত পোষন করেন । তবে তিনি বলেন অ-উপজাতীয় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের পুর্নবাসনের বিষয়টিও একই সাথে ভিন্ন... বিবেচনা যোগ্য ।

O.K.

অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা নির্ধারনের পর সময়কাল নির্ধারণের বিষয়েও বিস্তারিত আলো... হয় । সভাপতি মহোদয় বলেন যে, পার্বত্য অঞ্চল দেশের অন্য অংশের সাথে অংগাঅংগীভাবে জড়ি... তিনি ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্ট হতে ১০ আগষ্ট ১৯৯২ (অস্ত্র বিরতির শুরুর দিন) পর্যন্ত সময়কালকে অস্থিতিশীল ও অশান্ত পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনার প্রস্তাব করেন । সবাই এ প্রস্তাবে একমত পোষন করেন ।

সভায় অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের সংখ্যা নির্দিষ্টকরণ ও নির্ণয়ের উপায় নিয়ে আলোচনা হয়

চলমান পাতা/৩

সদস্য–সচিব টাস্ক ফোর্স বলেন যে, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্ট করণ ও নির্ণয়ের জন্য ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ে দুটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে । বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ কমিটি গঠনের বিষয় সকলে একমত পোষন করেন ।

ইউনিয়ন পর্যায়ে :	১। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	আহবায়ক
	২। সংশ্লিষ্ট ইউ/পির সকল হেডম্যান	সদস্য
	৩। জন সংহতির সমিতির একজন প্রতিনিধি	সদস্য
	৪। সংশ্লিষ্ট ইউ/পির ওয়ার্ডের সদস্যগণ	সদস্য

থানা পর্যায়ে :	১। সংশ্লিষ্ট থানার টি এন ও	আহবায়ক
	২। নিরাপত্তা বাহিনীর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
	৩। সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
	৪। জন সংহতির সমিতির একজন প্রতিনিধি	সদস্য
	৫। সংশ্লিষ্ট থানার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সমিতির প্রতিনিধি	সদস্য
	৬। সংশ্লিষ্ট থানার হেডম্যান সমিতির প্রতিনিধি	সদস্য
	৭। থানা সমাজ কল্যাণ অফিসার	সদস্য

নির্ধারিত উদ্বাস্তুর সংজ্ঞানুযায়ী ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ও থানা কমিটি সংশ্লিষ্ট থানার উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণের কাজ করবেন । আগামী ৩১শে আগষ্টের মধ্যে এ নির্দিষ্টকরণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে । সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ থানা হতে প্রাপ্ত তালিকা চূড়ান্ত করবেন এবং উক্ত তালিকার বিষয়ে কোন আপত্তি থাকলে তা শুনানী এবং নিষ্পত্তি করবেন । চূড়ান্ত তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণটাস্ক ফোর্সের সভায় পেশ করবেন । জি ও সি মহোদয় এর প্রতিনিধি ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আলী উদ্বাস্তু নির্দিষ্ট করনের জন্য একটি ফরমেট তৈরী করে সরবরাহ করার প্রস্তাব দেন । সবাই প্রস্তাবে একমত পোষণ করেন ।

সিদ্ধান্ত : (ক) ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্ট হতে ১০ই আগষ্ট ১৯৯২ ইং পর্যন্ত(অস্ত্র বিরতির শুরুর দিন) সময়কালে পার্বত্য চট্টগ্রামে(খাগড়াছড়ি, রাংগামাটি ও বান্দরবান) বিরাজিত অস্থিতিশীল ও অশান্ত পরিস্থিতির কারনে যে সকল উপজাতি নিজ গ্রাম, মৌজা, অঞ্চল ত্যাগ করে স্বদেশের মধ্যে অন্যত্র চলে গেছেন বা চলে যেতে বাধ্য হয়েছে তাঁরা অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে বিবেচিত হবেন । তবে যে সকল অ–উপজাতীয় ব্যক্তিরা উপরোক্ত সময়ে বিরাজিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তাদের পূর্নবাসনের বিষয়টি ও একই সাথে ভিন্নভাবে বিবেচনা করা হবে ।

(খ) আলোচনা মোতাবেক ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ে গঠিত কমিটি আগামী ৩১শে আগষ্ট ১৯৯৮ইং তারিখের মধ্যে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্ট করণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের নিকট তালিকা দাখিল করবেন । সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ উক্ত তালিকা পরীক্ষান্তে এবং কোন আপত্তি পাওয়া গেলে তা নিষ্পত্তির পর পূর্ণাংগ তালিকা টাস্ক ফোর্সের সভায় উপস্থাপন করবেন ।

(গ) জেলা প্রশাসক খাগড়াছড়ি অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংক্রান্ত খসড়া কারমেট কমিশনার, চট্টগ্রাম ও সদস্য সচিব, টাস্ক ফোর্স এর নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন ।

বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি/সংশ্লিষ্ট থানা কমিটি/জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি, রাংগামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা ।

বিবিধ :

(১) অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণের নিমিত্তে গঠিত কমিটির আনুষাংগিক ব্যয় প্রসংগে ।

আলোচনা : টি, এন ও মানিকছড়ি বলেন যে, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্ট করণের কাজ সম্পাদন করতে আনুষাংগিক খাতে কিছু অর্থ বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন । সভায় এ প্রস্তাবের বিষয়ে সবাই একমত পোষন করে

সিদ্ধান্ত : অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্ট করণের জন্য গঠিত ইউনিয়ন ও থানা কমিটির ব্যয় নির্বাহের জন্য আনুষাংগিক খাতে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনকে অনুরোধ করা হয়

বাস্তবায়নে : স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশন/জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি/রাংগামাটি ও বান্দরবান ।

(২) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ও সদস্য সচিব টাস্ক ফোর্স কমিটির জন্য একটি জীপ গাড়ী প্রদান প্রসংগে ।

আলোচনা : টাস্ক ফোর্স কমিটির সদস্য সচিব সভায় জানান যে, তাঁর ব্যবহৃত গাড়ীটি চলচলের প্রায় অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বর্তমানে ব্যবহৃত জীপ গাড়ীটি পুরাতন বিধায় পার্বত্য জেলার রাস্তায় চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে । সুষ্ঠুভাবে পুর্নবাসন কার্যক্রম তদারকি ও নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য একটি জীপ গাড়ী বরাদ্দ করার ব্যবস্থা জন্য তিনি সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ করেন । সভাপতি মহোদয় সদস্য সচিবের প্রস্তাবকে সমর্থন করেন । একটি জীপ গাড়ী বরাদ্দের জন্য স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনকে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সিদ্ধান্ত : টাস্ক ফোর্স কমিটির সদস্য সচিব ও বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রামের জন্য একটি নূতন গাড়ী সরবরাহ করার জন্য স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।

বাস্তবায়নে : স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশন/জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ।

অদ্যকার সভায় আলোচ্য সূচীর প্রথম বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । অন্যান্য আলোচ্য সূচী পরবর্তী সভায় আলোচনা হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ ও সদস্য সচিব টাস্ক ফোর্স বলেন যে অদ্যকার সভার মূল আলোচ্য বিষয় অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরনের বিষয়ে ফলপ্রসু আলোচনা হয়েছে এজন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান ।

ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী পুর্নবাসনের ন্যায় অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুর্নবাসনের বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে সমাধা হবে মর্মে সভাপতি মহোদয় আশাবাদ ব্যক্ত করেন ।

আর কোন আলোচ্য সূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

স্বাঃ-২/৭/৯৮
(দীপংকর তালুকদার এমপি)
চেয়ারম্যান,
ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুর্নবাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুর্নবাসনের ব্যবস্থা গ্রহন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স ।

স্মারক নং-সা/১৩-২/৯৮/৬১০ (৫৪) তারিখঃ-- ৬-৭-৯৮ খ্রীঃ ------

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল ঃ

১-৩। চেয়ারম্যান, স্থানীয় সরকার পরিষদ, খাগড়াছড়ি/রাংগামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা ।

৪। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫। প্রধান মন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

৬। জনাব বীর বাহাদুর, মাননীয় সংসদ সদস্য, বান্দরবান পার্বত্য জেলা ।

৭। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।

৮। সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৯। সচিব, স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১০। জি ও সি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম ।

১১-১২। রিজিয়ন কমান্ডার, খাগড়াছড়ি/গুইমারা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ।

১৩-১৫। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি/রাংগামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা ।

১৬। জনাব মোঃ জুলফিকার আলী, পরিচালক, প্রতিনিধি-স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৭। জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদ, (চেয়ারম্যান, স্থানীয় সরকার পরিষদ, বান্দরবান এর প্রতিনিধি)।

১৮-২০। পুলিশ সুপার, খাগড়াছড়ি/রাংগামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা ।

২১। একান্ত সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ এর মাননীয় চীফ হুইপ, হুইপ মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য ।

২২-৪৭। থানা নির্বাহী অফিসার, (সকল), খাগড়াছড়ি/রাংগামাটি/বান্দরবান পাঃজেলা

৪৮। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, টাস্ক ফোর্স, চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য ।

৪৯। জনাব উপেন্দ্র লাল চাকমা, সভাপতি, শরণার্থী কল্যাণ সমিতি ।

৫০। জনাব বিনোদ বিহারী চাকমা, খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদের প্রতিনিধি।

৫১। জনাব সুধা সিন্ধু খীসা, প্রতিনিধি, জনসংহতি সমিতি, খাগড়াছড়ি ।

৫২। জনাব বকুল চন্দ্র চাকমা, সদস্য, শরণার্থী প্রতিনিধি ।

৫৩। অফিস নথি ।

(মোঃ সাখাওয়াত হোসেন)
কমিশনার,
চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম
ও
সদস্য-- সচিব,
ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন এর ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স ।

পরিশিষ্ট-'ক'

উপজাতীয় শরনার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/ব্যক্তিবর্গ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :-

সভার তারিখ ২৭-৬-৯৮ইং।

সভার সময় সকাল ১০.০০ ঘটিকা।

সভার স্থান খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজ।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১।	জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম।	
০২।	" মোঃ আতিকুল ইসলাম চৌধুরী	জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।	
০৩।	" শাহ আলম	জেলা প্রশাসক, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।	
০৪।	" এ,কে,এম,জাফরুল হোসেন	জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।	
০৫।	" ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আলী	রিজিয়ন কমান্ডার, খাগড়াছড়ি (২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসির প্রতিনিধি)।	
০৬।	" মোহাম্মদ জুলফিকার আলী	পরিচালক, কোঃ এ্যাঃ ডিঃ, ঢাকা।	
০৭।	" মোহাম্মদ ইসমাইল	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান, স্থাঃ সঃ পঃ বান্দরবানের প্রতিনিধি।	
০৮।	" সৈয়দ আবু রায়হান	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), খাগড়াছড়ি।	
০৯।	" সুলতান মাহমুদ	থানা নির্বাহী অফিসার, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি	
১০।	" মোঃ বজলুর রশীদ	-ঐ-, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি।	
১১।	" মোহাম্মদ হানিফ	-ঐ-, খাগড়াছড়ি।	
১২।	" জামাল এ নাসের চৌধুরী	-ঐ-, রামগড়, খাগড়াছড়ি।	
১৩।	" সালাহ উদ্দীন মাহমুদ	-ঐ-, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি।	
১৪।	" সাইফুদ্দিন আহমদ মজুমদার,	-ঐ-, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি।	
১৫।	" এস,এম,মেসবাহ উল ইসলাম	-ঐ-, মাটিরাংগা, খাগড়াছড়ি।	
১৬।	" সুনীল চন্দ্র পাল,	-ঐ-, লক্ষীছড়ি, খাগড়াছড়ি।	
১৭।	" বিনোদ বিহারী চাকমা	সদস্য, জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।	
১৮।	" মোঃ রফিকুল ইসলাম খান	কমিশনারের একান্ত সচিব, চট্টগ্রাম।	
১৯।	" মোঃ খালেদ আবু নাছের	কমিশনারের সহকারী, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম।	
২০।	" এহসানুল পারভেজ	টাস্ক ফোর্স চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব।	
২১।	" সুধা সিন্ধু খীসা	প্রতিনিধি, জনসংহতি সমিতি।	
২২।	" বকুল চন্দ্র চাকমা	প্রতিনিধি, শরনার্থী কল্যাণ সমিতি।	